152

তারিখ SEP. 10 199?
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

দৈনিক ইনকিলাব

উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্যিক ভূগোল বই-এর লেখকের প্রতি

আমরা জানি, অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর এককালে অষ্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ বলা হত। এর পর যখন নিউজিল্যান্ড ও এর নিকটবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ আবিষ্কৃত হয় তখন অষ্ট্রেলিয়ার নাম দেয়া হয় অষ্ট্রেলেশিয়া। এর পর যখন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে আরো অনেকগুলো দ্বীপ আবিষ্কৃত হয় এবং কালক্রমে ঐ সকল দ্বীপে নিজস্ব জাতীয় পতাকাসহ নতুন নতুন দেশের উদ্ভব হয়। এরূপে এ অঞ্চলে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডসহ ১৩টি দেশ গড়ে উঠে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই ১৩টি দেশকেই একত্রে বলা হয় ওসেনিয়া মহাদেশ। প্রায় ২০ বছর ধরে পশ্চিমা দেশগুলোর বিভিন্ন তথ্য সরবরাহকারী পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তকেও ওসেনিয়া মহাদেশের নাম দেখা যায়, যদিও কেউ কেউ আবার এদেশগুলোকে একত্রে ওসেনিয়া অঞ্চল বলে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের কোথায়ও অষ্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ বলা হয় না। একে ওসেনিয়ার অন্তর্গত একটি দেশ বলা হয়। অথচ লেখক তার বইটির ৭৯, ৯৮, ১০২, ১১৫ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় দেশ ও মহাদেশ উভয় হিসেবেই অষ্ট্রেলিয়াকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহকারী কোন পুস্তকে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকে উল্লেখ করে কোন তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না; কেবল দেশ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ার তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

অতএব লেখকের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, বিগত বছরগুলোতে প্রকাশিত বিদেশী কোন পুস্তকে যদি আপনি অষ্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ হিসেবে পেয়ে থাকেন তবে পত্রিকান্তরে জানালে তথ্যটির সত্যতা সম্পর্কে আমাদের জানতে সহজ হবে এবং তথ্যটি ভুল হলে আপনাকে তা সংশোধন করতে হবে।

—মোঃ রফিক আহমেদ,
২০৫, ধানমণ্ডি, ১৪ নং সড়ক,
(পুরাতন), ঢাকা।